খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ১৬ই মে ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

"আমাদের জামা'তের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে জিনিসটি দরকার তা হচ্ছে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করা। কেননা তারা তাজা মারেফত পায়। আর মারেফতের দাবি করে সে মত না চললে তা শুধু আত্মগর্ব ছাড়া আর কিছুই না। আমাদের জামা'তকে অন্যদের অলসতা যেন গাফেল না করে দেয়"।

গত খুতবায় বর্ণিত হয়েছিল যে, আঁ হযরত (সা.)-এর প্রেমে বিলীন হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পবিত্র কুরআন করীমকে বুঝতে সচেষ্ট হয়েছেন। কুরআনের আহকামগুলো বুঝতে পেরেছেন। আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদ সম্পকে্ অবগত হয়েছেন। কেননা তৌহিদের প্রকৃত তত্ত্ব আঁ হযরত (সা.) এর মাধ্যমে ব্যতীত অর্জন করা অসম্ভব। তাঁর (সা.)-এর মাধ্যম ছাড়া কুরআন করীমের জ্ঞান লাভ করা যায় না। এজন্যই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর পাশাপাশি মুহাম্মাদ রসূল আল্লাহ্কেও চিনতে হবে মুহাম্মদ রসূল আল্লাহ্ (সা.) ই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রকৃত ও ব্যবহারিক নমুনা বা উদাহরণ। সুতরাং আজ আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লিখনী উপস্থাপন করবো যা তিনি (আ.) তৌহিদ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, যে সত্য তৌহিদ কি? তৌহিদের প্রকৃত তত্ত্ব কি? কি রূপে আমল করলে প্রকৃত একত্ববাদী বলা হবে।

সূরা নাসের তফসিরে "ইলাহিন নাস"-এর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

এই সূরাতে খোদা তা'লা প্রথমে রাব্বিন নাস বলেছেন। যা মানুষের অভিষ্ট লক্ষ্য (অর্থাৎ ইলাহিন নাসই মানুষের প্রকৃত মূল উদ্দেশ্য আর এতেই মনুষত্বের অর্থ নিহিত এবং তাই হওয়া উচিত) তিনি (আ.) বলেন, 'ইলাহ' হচ্ছে 'মাকসুদে মা'বুদ' স্রষ্টাকে অর্জন করা। অর্থাৎ ঐ জিনিস বা বিষয় যা অর্জন করতে হবে যা আমাদের টার্গেট বা লক্ষ্য। যা অর্জন করা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় অথবা যেখানে পৌঁছার জন্য একজন মুসলমানকে একজন একত্ববাদীকে চেষ্টা করতে হবে আর আমরা তাকেই চাই। তিনি (আ.) বলেন, 'ইলাহ' হচ্ছে 'মকসুদে মা'বুদ' স্রষ্টাকে অর্জন করা আর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র অর্থ হচ্ছে 'লা মা'বুদ' লি, ওয়া লা মাকসুদ লি ওয়া লা মাতলুব লি ইল্লাল্লাহ্' আমার জন্য আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই কোন অর্থ নেই। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লাকে সকল গুণের অধিকারী মনে করাই প্রকৃত তৌহিদ। যত গুণাবলী রয়েছে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরোপ করা এবং সমস্ত গুণাবলী তার দিকেই ধাবিত হয় এবং তাকেই শোভা পায় আর এটিই হচ্ছে প্রকৃত তৌহিদ বা একত্ববাদ।

তিনি (আ.) বলেন,

তৌহিদ তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন সকল চাহিদা/আকঙ্খা পূর্ণকারী, সকল রোগ মুক্তি দানকারী চিকিৎসা সেই একক সত্তা হবেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র অর্থ এটিই। তিনি (আ.) বলেন, সূফীগণ 'ইলাহ' শব্দের অর্থ প্রিয় মা'বুদকে অর্জন করার অর্থ করে থাকেন। নি:সন্দেহে প্রকৃত সত্য হচ্ছে যতক্ষণ না মানুষ পরিপূর্ণ ভাবে কর্মে লিপ্ত না হবে ততক্ষণ তার মাঝে ইসলামের ভালোবাসা ও মাহাত্ম প্রতিষ্ঠিত হবে না। (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওপর সঠিকভাবে আমল করলেই ইসলামের ভালোবাসা ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হবে নতুবা শুধু মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এটি খোদারই অনুগ্রহ যা ইসলামের মাধ্যমে মুসলমানরা লাভ করেছে আর এই অনুগ্রহ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিয়ে এসেছেন সকল দিক থেকেই মুসলমানদের অনেক গর্ব করার বিষয়। মুসলমানদের খোদা পাথর, বৃক্ষ, জীব-

জন্তু,নক্ষত্র বা কোন মৃত মানুষ নয় বরং তিনি 'কাদেরে মুতলাক' মহাশক্তিমান যিনি পৃথিবী ও আকাশ সমূহে এবং এতোদ্বয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সৃষ্টি করেছেন এবং হাইয়ুল ও কাইয়্যুম।

পবিত্র কুরআন শরীফের শিক্ষার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে খোদা তা'লা যেমন "ওয়াহদাহু লাশারীক" তেমনি ভাবে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও তাকে ওয়াহদাহু লাশারীক এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। আর সকল নবী (আ.) গণের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এটিই ছিল। সুতরাং লা ইলাহা ইল্লাহ্ এক দিকে যেমন তৌহিদের শিক্ষা দিচ্ছে পাশাপাশি তৌহিদকে পরিপূর্ণ ভালোবাসার দিকনির্দেশনাও দিচ্ছে। (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তৌহিদের শিক্ষাও দিচ্ছে ও তৌহিদের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ ভালোবাসা তাকে তৌহিদকে ভালোবাসতে পরিপূর্ণতা অর্জনের দিকনির্দেশনাও দিয়ে থাকে) আর আমি যেমনটি বললাম, এটি এখন একটি ভালোবাসা এবং অর্থবহ বাক্য যা সমস্ত তওরাত ও ইঞ্জিলে নেই। আর পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ এরূপ পরিপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে। 'ইলা' শব্দের অর্থ এমন স্রষ্টা ও প্রেমিক যার উপসনা করা যায়। উপরন্তু ইসলামের এই প্রকৃত ভালোবাসার অর্থকে পরিপূর্ণভাবে পালন করে। স্মরণ রেখো যে তৌহিদ ভালোবাসা ত্রুটিযুক্ত তা অসম্পূর্ণ। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমেই আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভ করা যায়। এইজন্য আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেন যে, "ফাত্তাবেউনি ইউহিবব কুমুল্লাহ্"। তিনি (সা.) বলেছেন, আমার আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা পাওয়া যাবে।

তৌহিদ সত্যতা এবং একজন মু'মিনের কোমল হতে হবে এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন,

যেসব লোক শাসকের প্রতি অনুরক্ত এবং তাদের কাছ থেকে পুরস্কার অথবা উপাধি লাভ করে। তাদের হৃদয়ে খোদার মাহাত্মের মাহাত্ম্যবিষ্ঠ হয়। যে তার উপাসনাকারী হয়ে যায়। আর এটি এখন একটি কাজ যা তৌহিদকে উৎপাটন করে। (তৌহিদের সমুন্নত মানকে নষ্ট করে দেয়) সাথে সাথে মানুষকে আর মৌলিক উদ্দেশ্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়। সুতরাং নবী (আ.) গণ এই শিক্ষা দিয়ে থাকেন যাতে উপকরণ তৌহিদ একে অপরের বিপরীতে অবস্থান না করে বরং প্রত্যেকে সে তার নিজ নিজ অবস্থানে থাকে এবং পরিশেষে তৌহিদে কেন্দ্রীভূত হয়।

তিনি (আ.) বলেন, তৃতীয় প্রকার হচ্ছে এই যে, নিজ সত্তার প্রয়োজনাদীকে মাঝখান থেকে সরিয়ে রখাতে হবে বিলীন করে দাও এর আত্মিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদীকে (নি:শেষ করে দাও) এবং তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হবে। কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে নিজের বিশেষত্ব ও ব্যাক্তত্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে (অধিকাংশ সময়ে এমনটি ঘটে যে, কিছু কাজে মানুষ নিজস্ব শক্তি সামর্থের ওপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে যায়) যেন ঐ অমুক নেকী আমি আমার শক্তি দিয়ে অর্জন করেছি। মানুষ নিজের সামর্থের ওপর এতো বেশী নির্ভর করে যে প্রতিটি কাজ নিজেরে শক্তি দিয়েই করতে চায়। মানুষ যখন তার নিজ শক্তি সামর্থকে নেকিবাচক হিসেবে নিবে তখনই সে পরিপূর্ণ একত্ববাদী হয়ে উঠবে। এর মানে এই, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ বলে, সে নিজেই এই দাবীতে তখনই সত্য প্রমাণিত হবে যখন সে আমলের দিক দিয়েও প্রমাণ করে দিবে যে প্রকৃতই আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আর কোন প্রেমাস্পদ এবং উদ্দেশ্যই নেই। যখন তার এই অবস্থা হয় এবং প্রকৃতই তার ঈমানী বা বিশ্বাসগত ও আমলী বা ব্যবহারিক রঙ তার এই দাবীকে প্রকাশকারী হয় তাহলে সে খোদা তা'লার কাছে এই দাবীতে মিথ্যা নয়। সকল বৈষয়কি জিনিস যখন পুড়ে যায এবং ঈমানের ক্ষেত্রে সেগুলোর ওপর যখন বিলীনতা এসে যায় তখন সেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখ দিয়ে বের হয়। আর এর দ্বিতীয় অংশ হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ যা উদাহরণের জন্য রাখা হয়েছে। কেননা উদাহরণ বা নমুনা দেয়া হলে প্রত্যেক বিষয়ই বুঝতে সহজ হয়। আর আঁ হযরত (সা.) কুরআন শরীফের প্রত্যেকটি হুকুম এর ওপর আমল করে আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি বলেন, আম্বীয়া (আ.) উদাহরণের জন্য এসে থাকেন। আর আঁ হযরত (সা.) হলেন সকল গুণাবলীকে একত্র করার সর্বোত্তম উদাহরণ। যত রকম গুণাবলী আছে সবই তাঁর মাঝে একত্রিত হয়েছে আর সেগুলোর উদাহরণও তিনি প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। কেননা সকল নবীগণের উদাহরণ তাঁর মাঝে একত্রিত হয়েছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র যেন আল্লাহ্ তা'লারই ভালবাসা ও আনুগত্যে মগ্নও ও বিলীন হয়ে যায়। এর করলেই এর অর্থ হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা ব্যতিরেকে অন্য কেউ আমার মাবুদ নয় আর না কোন প্রেমাস্পদ আর না কেউ আনুগত্যের যোগ্য আছে।

এটি স্মরণ রেখো, শিরকের কয়েকটি প্রকারভেদ হয়ে থাকে এর মধ্যে একটি হলো প্রকাশ্য শিরক আরেকটি হলো গোপন শিরক। প্রকাশ্য শিরকের উদাহরণ হলো, মূর্তি, গাছ এবং বিভিন্ন উপকরণকে মা'বুদ মনে করে। গোপন শিরক হলো মানুষ কোন জিনিসর প্রতি সেরকমই সম্মান রাখে যেমনটি খোদা তা'লার প্রতি রাখে। প্রয়োজনের অধিক সম্মান করা শুরু করে। আল্লাহ্‌কে যেরকম ভালবাসে অনুরূপ ভালবাসা তাদের প্রতিও রাখে অথবা তাকে ভয় পায় বা তাকে বিশ্বাস করে। তৌহিদ এবং শির্‌ক ফিল আসবাব (উপায়-উপকরণের মাধ্যমে শির্‌ক)–এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তৌহিদ সেটির নাম নয় যে, শুধুমাত্র মুখে আশাহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌" বলে দেওয়া। বরং তৌহিদের অর্থ হচ্ছে, খোদা তা'লার মাহাত্ম খুব ভালভাবে হৃদয়ে গেঁথে যাবে এবং তাঁর সামনে অন্য কোন জিনিসের মাহাত্ম হৃদয়ে স্থান নিতে পারে না। প্রত্যেক কর্ম, চাল-চলন এবং স্থিতিশীলতার প্রত্যাবর্তন স্থল আল্লাহ্‌ তা'লার পবিত্র সত্তাকে অনুধাবন করা হবে এবং প্রত্যেক বিষয়ে তাঁরই আস্থা থাকতে হবে। আল্লাহ্‌ ব্যতিত অন্য কারো প্রতি কোন ধরনের দৃষ্টি এবং আশা-ভরসা কখনো যেন না থাকে এবং খোদা তা'লার সত্তা এবং গুণাবলীর মাঝে কোন প্রকারের শির্‌ককে বৈধ করা যাবে না। এখন সৃষ্টি পূজার শিরকের প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটিত হয়ে গেছে এবং মানুষ এ থেকে বিরক্তি ব্যক্ত করছে [অর্থাৎ খৃষ্টানরাও যারা হযরত ঈসা (আ.)কে খোদা মনে করতো এই বিশ্বাস থেকে দুরে সরে যাচ্ছে এবং বিরক্তি প্রকাশ করছে] এজন্য ইউরোপের মত অনেক দেশে খৃষ্টানরা নিজ ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করছে। যেমন দৈনন্দিন পত্র-পত্রিকা এবং বিজ্ঞাপন দ্বারাও যা এখানে পাঠ করা হয় একথার সত্যায়ণ হয়। এই যুগে ঘৃণা জন্মানো যা গতি ছিল এখন তাতো এথেকে হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বরং বস্তুত: অনেকেই শুধুমাত্র নাম সর্বস্ব মুখে বলার জন্যই খৃষ্টান রয়েছে। এই মতবাদকে তারা মানতে রাজীই না জীবিত নন অথবা খোদা বরং তারা খোদা তা'লার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী হচ্ছে। এই কারণেই তিনি বলেন,

মোদ্দাকথা, সৃষ্টি পূজাকে এখন কেউ জানে না। হ্যাঁ, বস্তু-পূজার যে শির্‌ক তা এসব ধরণের শির্‌ক যে, এটিকে অনেক মানুষ অনুধাবন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কৃষক বলে থাকে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত চাষাবাদ না করার এবং ফসল উৎপাদন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব নয়। এমনই প্রত্যেক পেশার মানুষের নিজ পেশার প্রতি ভরসা রয়েছে এবং তারা এটা ভেবে রেখেছে যে, যদি আমরা এটা না করি তাহলে বেঁচে থাকা অসম্ভব। এরই নাম উপায়-উপকরণের পূজা এবং এটা একারণে যে, খোদা তা'লার কুদরতের প্রতি ঈমান নেই। পেশা প্রভৃতি কাজ তো দূরের কথা পানি, বাতাস, খাদ্যশষ্য প্রভৃতি যে সমস্ত যেই উপকরণের ওপর জীবনের ভিত্তি রয়েছে– এ সমস্ত জিনিসও মানুষকে উপকার পৌঁছাতে সক্ষম নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তা'লার হুকুম না হয়। স্মরণ রাখা উচিত প্রকৃত কথা হলো যেভাবে কুরআন শরীফে বার বার বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্‌ তা'লা ওয়াহেদ লাশরীক অর্থাৎ একক অদ্বিতীয় তার কোন অংশীদার নাই। না তার সত্ত্বার কোন অংশীদার আছে না গুণাবলীতে না তার কর্মকান্ডে আসল কথা হলো আল্লাহ্‌ তা'লার তৌহিদের ওপর ঈমান পরিপূর্ণ ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ না মানুষ সকল প্রকার শির্‌ক থেকে পাক হবে। তৌহিদ তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন আল্লাহ্‌ তা'লাকে প্রকৃতপক্ষে সত্তার দিক থেকে এবং গুণাবলীর দিক থেকে প্রকৃত এবং কর্মকান্ডে অতুলনীয় বা অদ্বিতীয় জ্ঞান করা হয়। (এখন আল্লাহ্‌ তা'লার সত্ত্বা এবং গুণাবলী বলতে এটিই মনে করুন যে, তার দিকে সবকিছু আরোপিত করা হয়। তার সত্ত্বা এবং গুণাবলী সকল বস্তুকে বেষ্টন করে আছে এবং সকল কাজ এগুলোর পরিনতি বা ফল আর এমন অতুলনীয় পরিণতি বা ফল আল্লাহ্‌ তা'লা ব্যতীত আর কেউ সৃষ্টি করতে পারে না)। তিনি বলেন, নাদান বা অজ্ঞরা আমার এই ইলহামের ওপর আপত্তি উত্থাপন করে। তারা এর প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বা রহস্য বুঝে না। কিন্তু নিজ জিহ্বা দ্বারা এক খোদাকে বিশ্বাস করার স্বীকারোক্তি দেয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'লার সিফত বা গুণাবলী অন্যের ওপর আরোপ করে। যেমন হযরত ঈসা (আ.) কে জীবনদাতা এবং মৃত্যুদাতা হিসেবে বিশ্বাস করে। (আলেমুল গায়েব বিশ্বাস করে, 'আল হাইয়ুল কাইয়ুম" বিশ্বাস করে। এটি কি শির্‌ক নয়? এটি ভয়ানক শির্‌ক যা খ্রিষ্টান জাতিকে ধ্বংস করেছে। আর এখন মুসলমানরা নিজ দুর্ভাগ্য বশত তাদের এ ধরনের বিশ্বাসকে নিজেদের বিশ্বাস সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'লার এ ধরনের গুণাবলীকে অন্য কোন মানুষের প্রতি হোকনা তিনি নবী বা ওলী আরোপ করবেন না। একই ভাবে খোদা তা'লার কার্যসমূহেও যেন কাউকে শরীক না করে। দুনিয়াতে যেভাবে উপকরণের মাধ্যম জারী আছে তাতে করে কতক লোক এতটাই উপকরণের পূজারী হয়ে রয়েছে যে তারা খোদাকেই ভুলে যায়। তৌহিদের আসল উদ্দেশ্য হল উপকরণের মধ্যে যে শিরক তার যেন বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে। বিভিন্ন

উপকরণের মাঝে যে বিশেষত্ব থাকে তার প্রতি যেন দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে যে এগুলো ঐ উপকরণেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বরং প্রতি বিশ্বাস করা প্রয়োজন যে সেগুলোও খোদা ত'লাই প্রথিত করে রেখেছে।

তিনি বলেন মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা যে সমস্ত শক্তি দিয়েছে সে এগুলোর বাইরে গিয়ে কোন কিছু করতে পারবে না যেমন চোখ দিয়েছে দেখার জন্য, কান শোনার জন্য এবং জিহ্বা দিয়েছে বলা এবং স্বাদ নেবার জন্য। এখন কেউ এটি বলতে পারেন যে, কানের মাধ্যমে শোনার বদলে দেখার কাজ করবে। জিহ্বা দিয়ে বলা ও স্বাদ গ্রহণ ব্যতীত শোনার কাজ করবে। এগুলোর শক্তি সীমাবদ্ধ কিন্তু খোদা তা'লার সীমাবদ্ধ নয়। বরং এভাবে বলা যায় কোন কিছুই তার সমতুল্য নয়। আল্লাহ্‌কে সকল দিক থেকে এক-অদ্বিতীয় বলে মানলেই তৌহিদ হবে এবং একই সাথে মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণ সত্তা বলে মনে না করলেই তা হবে। আর "ইন্না মিনকা" শব্দের মাধ্যমে সেই মানুষটিকে তখনই ডাকা হয় যখন জগত থেকে খোদার ইবাদত একেবারে মুছে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "আনতা মিন্নি ওয়া ইন্না মিনকা"। অর্থাৎ, "তুমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমরা তোমার পক্ষ থেকে।" তিনি বলেন, তৌহিদের আরও একটি প্রকারভেদ হলো, খোদা তা'লার ভালবাসার খাতিরে নিজের আত্মার কামনা-বাসনাকে মধ্য থেকে উঠিয়ে দিতে হবে এবং নিজের সত্ত্বাকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে বিলীন করে দিতে হবে।

সাহাবীদের নিষ্ঠার নমুনা প্রদর্শন করে বলেন, সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা দেখে অবাক হতে হয় যে, তারা গরম-ঠান্ডা কিছু অনুভব না করেই নিজের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্মানেরও আকাঙ্খী ছিলেন না আবার জীবনের পরওয়াও করতেন না। ছাগলের মতো জবাই হয়েছেন। এরকম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন সহজ কোন কাজ নয়। এই জামাতে পক্ষে আর কি হতে পারে যে, তারা জীবন দিয়ে নিজেদের নিষ্ঠার প্রমাণ দিয়েছেন। নিজের আত্মা জগত থেকে একেবারে আলাদা হয়ে পড়েছিল। তারা কোন তাবুতে দাঁড়িয়ে থেকেও সফরের জন্য প্রস্তুত থাকতো। জগতের মায়া ছেড়ে দিয়ে তারা পরকালের জন্য প্রস্তুত ছিল। মানুষের কাজ কর্মের মধ্যে অনেকটা অংশ দুনিয়ার হয়ে থাকে এবং এই চিন্তা থাকে যে, এটা করো ওটা করো আর সেই সময় খুবই দ্রুত এসে পৌঁছায় আর খোদা এমন নয় যে তিনি কাউকে বিনষ্ট করেন। এই আপত্তি যে, আমাদের সম্পতি শেষ হয়ে যাবে সম্পূর্ণ ভুল। আঁ হযরত (সা.) এর যুগে আবু বকর প্রভৃতিদের সম্পত্তি কি-ইবা ছিল। একশ কিংবা দুই শ টাকার বেশি কারো কাছে ছিল না কিন্তু এর প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বাদশাহ্ বানিয়েছেন। কিন্তু খোদার আত্মাভিমান এটি চায়নি যে, কিছুটা খোদার হবে আবার কিছুটা শয়তানের। প্রকৃতপক্ষে, তৌহিদের আসল অর্থও তাই যে, খোদা ব্যতীত অন্য কোন অংশ অবশিষ্ট যেন না থাকে। তৌহিদ হলো এক প্রকারের মৃত্যু কিন্তু আসলে এই মৃত্যুই হলো প্রকৃত জীবিত হওয়া।

তিনি আরো বলেন, এই জগতের পরে একটি অন্য জগত রয়েছে আর তা তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে নাও। যা কখনো শেষ হবে না আর এজন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করা উচিত। এই জগত এবং এর আলোক সজ্জা এখানেই শেষ হয়ে যায় কিন্তু ঐ জগতের নেয়ামতসমূহের এবং আনন্দের কোন অন্ত নেই। আমি সত্য সত্যই বলছি, যে ব্যক্তি এ সমস্ত বিষয় থেকে পৃথক হয়ে খোদার দিকে আসে সে-ই প্রকৃত মু'মিন। আর যখন একজন ব্যক্তি খোদা হয়ে যায় তখন এটি কখনোই হতে পারে না যে খোদা তা'লা তাকে পরিত্যাগ করবে। এটি মনে করোনা যে, খোদা যালেম। যে ব্যক্তি খোদার জন্য কিছু হারায় সে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী পেয়ে থাকে। যদি তুমি খোদা তা'লার সন্তুষ্টিকে সবার ওপরে রাখ আর এজন্য তুমি কোন সন্তান লাভের আশাও পরিত্রাগ করো তবে নিশ্চিত জেনে রাখ তোমাদের সন্তান দান করা হবে।। আবার যদি তুমি সম্পত্তির আকাঙ্খী না থাকো তবে তোমাকে সম্পদ দান করা হবে। কিন্তু শর্ত হলো, প্রত্যেক প্রকার শির্ক থেকে বাঁচো। তিনি (আ.) বলেন, আমি আবারো বলছি, ইসলামের মূল হলো তৌহিদ। অর্থাৎ খোদা তা'লা ছাড়া মানুষের মাঝে অন্য কোন সত্তা থাকবে না এবং খোদা ও তাঁর রসূলগণের ঠাট্টাকারী হবে না। যদিও তাঁর ওপর কোন বালা মুসিবত আসে। যদি কোন দুঃখ আসে তবে মুখ দিয়ে কোন প্রকার অভিযোগ বের হবে না।

"আমাদের জামা'তের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে জিনিসটি দরকার তা হচ্ছে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করা। কেননা তারা তাজা মারেফত পায়। আর মারেফতের দাবি করে সে মত না চললে তা শুধু আত্মগর্ব ছাড়া আর কিছুই না। আমাদের জামা'তকে অন্যদের অলসতা যেন গাফেল না করে দেয়। (দুনিয়ার চাক-চিক্যের পেছনে যেন না ছোটে)। আর তাকে যেন দুর্বল না

করে দেয়। দুনিয়ার প্রতি ভীষণ ভালবাসা তাকে যেন শক্ত করে না দেয়। (সাধারণ লোকদের দীন ও খোদার প্রতি ভালবাসা নেই। তাদের দেখে আমাদের মন যেন শক্ত হয়ে না যায়) তিনি বলেন মানুষ অনেক আশা আকাঙ্খা রাখে, কিন্তু গায়েবের ফয়সালার প্রতি কারও ভ্রুক্ষেপ নেই। জীবন আকাঙ্খা অনুযায়ী চলে না। আকাঙ্খার সিলসিলা অন্য। আল্লাহ্‌র হুকুমের সিলসিলা অন্য এবং এটাই সত্য সিলসিলা। মানুষের ভাগ্য খোদার কাছে। সে কিভাবে জানতে পারে তাকে কি লেখা আছে? এজন্য মনকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সর্বদা জায়েজা নেয়া দরকার। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌহিদের প্রকৃত জ্ঞান দান করুন এবং আমাদের প্রত্যেক কাজ খোদা সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ হোক।